প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম ২০২৫ সফল করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক করণীয় নির্ধারণে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার
পরিচালক (সামুদ্রিক)
সভার স্থান : পরিচালকের অফিস কক্ষ, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
সভার তারিখ ও সময় : ৩০/০৯/২০২৫ খ্রি. বিকাল : ১৬.০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' সন্নিবেশিত করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। তিনি জানান যে, জাতীয় মাছ ইলিশের প্রজননকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার এর সভাপতিত্বে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার আগামী ১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (০৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর ২০২৫) তারিখ পর্যন্ত মোট ২২ (বাইশ) দিন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম হিসাবে নির্ধারণ করেছে। উক্ত সময়কালে সরকার কর্তৃক "সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০" এর ধারা-৩ এর উপধারা-২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩(১)(খ) মোতাবেক বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা ইলিশসহ সকল প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পক্ষ হতে বিগত বছরের ন্যায় এবারেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম সঞ্চালনা করার জন্য সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মশিউর রহমান কে অনুরোধ করেন।

সভাপতির অনুরোধক্রমে তিনি বিগত বছরে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে পাঠ করে শুনান। সে আলোকে এ বছরের কার্যক্রম আরো বেশি জোড়দার করার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে মতামত ব্যক্ত করার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন, অত্র দপ্তরের সহকারী পরিচালকগণ, সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ও সভায় উপস্থিত পরিদর্শকগণ। সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী সফল করতে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো, অংশীজনদেরকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা, কন্ট্রোল রুম চালু করা, সামুদ্রগামী মৎস্য নৌযানগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টে সার্বক্ষণিক রোস্টার ভিউটি চালু করা, মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মাছবাজার ও মাছঘাটগুলোতে টিম গঠন করে নজরদারি করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রাম মহানগরী ও তৎসংলগ্ন নদী, মোহনা ও সমুদ্র এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক	বিষয় ও আলোচনা	সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১)	**অংশীজনদেরকে অবহিতকরণ** সমুদ্রে মাছ আহরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিপণনের সাথে জড়িত সকল অংশীজন, বিভিন্ন এসোসিয়েসনের নেতৃবৃন্দ, জেলে/মৎস্যজীবী সমিতি, বরফকল মালিক, আড়তদার, মাছঘাটের ইজারাদারসহ সকলকে অবহিত করা যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন মেনে চলা ও তার ব্যত্যয়ে অহেতুক আইনানুগ দন্ড এড়িয়ে চলার জন্য পত্র মারফত সতর্ক করতে হবে। উক্ত পত্রের অনুলিপি সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলসীমায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে নৌ বাহিনি ও কোস্ট গার্ড কে প্রদান করতে হবে।	১) জনাব মোঃ মশিউর রহমান সহকারী পরিচালক ২) এস এম সাজ্জাদ উদ্দিন পরিদর্শক; ২) জনাব গোলাম মুর্তুজা পরিদর্শক
২)	**প্রচার ও প্রচারণা সংক্রান্ত** সমুদ্রগামী মৎস্য নৌযানসমূহ পরিচালনাকারী সকল পক্ষ, জেলে/মৎস্যজীবীসহ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য	(ক) আগামী ০২ - ০৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরী ও তৎসংলগ্ন মাছঘাট, মাছবাজার, আড়ত, টার্মিনালসমূহ, ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, ও	১) জনাব মোঃ জহিরুল হক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা; ২) জনাব মোঃ মনজুর আলম পরিদর্শক; ৩) জনাব এয়াছিন মজুমদার

ক্রমিক	বিষয় ও আলোচনা	সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	মাছঘাট, মাছবাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাছ আগামী ০৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের পূর্বেই ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করা যেতে পারে।	দৃশ্যমান স্থানে রোড ব্যানার/ ড্রপ-ডাউন টাঙানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) এছাড়া, মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় ও সচেতনাতামূলক সভার আয়োজন করতে হবে।	পরিদর্শক
৩)	**নৌযানের চলাচল সীমিতকরণ** সাগরে অবস্থানকারী সকল মৎস্য আহরণকারী নৌযানসমুহ আগামী ০৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে যেন হারবার/উপকূলে ফিরে আসে তা নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ের মধ্যে তারা যেন সেখান থেকে পুনরায় মৎস্য আহরণে যেতে না পারে সেজন্য তাদেরকে নজরদারীর মধ্যে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টে ২২ দিনব্যাপী সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালনের জন্য রোস্টারে দায়িত্ব বন্টন করা যেতে পারে।	ক) হারবার/ঘাট/উপকূলে অবস্থানকারী সকল মৎস্য নৌযানের তালিক প্রণয়ন করতে হবে এবং নিয়মিত সেগুলোর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে। খ) নৌযানগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালু রাখতে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টে ২২ দিনব্যাপী ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালনের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টের সেপাই/ মেরিন গার্ডদের সমন্বয়ে ডিউটি রোস্টার তৈরী করতে হবে। গ) সার্ভেল্যান্স দপ্তরে অবস্থিত 'জয়েন্ট মনিটরিং সেল' এর মাধ্যমে আওতাভুক্ত মৎস্য নৌযানগুলোকে মনিটরিং করতে হবে।	১) জনাব মোঃ ফারাজুল কবির সহকারী পরিচালক; ২) জনাব আবদুল কুদ্দুছ, পরিদর্শক ৩) সৈয়দ হুমায়ুন মোরশেদ, পরিদর্শক ৪) জনাব রুখসান আরা কবীর, পরিদর্শক
৪)	**ট্রলারসমূহের আগমনী প্রতিবেদন একীভূতকরণ** সমুদ্রে মাছ আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত প্রতিবেদন একীভূত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।	সমুদ্রে মাছ আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের আগামী ০৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে হারবার/ উপকূলে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্তে পরিদর্শকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন একীভূত করতে হবে।	১) জনাব গোলাম মুর্তুজা পরিদর্শক; ২) জনাব দিলরুবা আক্তার চৌধুরী পরিদর্শক।
৫)	**অভিযান পরিচালনা** মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে সমুদ্র এলাকায় মাছ আহরণ থেকে নৌযানগুলোকে বিরত রাখা, ইলিশ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ বন্ধ রাখার লক্ষ্যে সমুদ্র এলাকায়, মাছঘাট, ও মাছবাজারে সময়ে সময়ে অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	ক) অভিযান পরিচালনার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নিম্নবর্নিত ৪ জন কর্মকর্তা টিম লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ১) জনাব মোঃ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক; ২) জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন সাগর, সহকারী পরিচালক; ৩) জনাব মোঃ এরশাদ শেখ, সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা; ৪) জনাব মোঃ জহিরুল হক, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা; খ) পরিচালক (সামুদ্রিক) অথবা ক্ষেত্রমত উপপরিচালক এর	পরিচালক (সামুদ্রিক)/ উপপরিচালক

ক্রমিক	বিষয় ও আলোচনা	সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		নির্দেশক্রমে টিম লিডারগণ অভিযান পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করবেন। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ডের সহযোগীতা গ্রহণ করবে।	
৬)	**কন্ট্রোল রুম স্থাপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ** ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশসহ সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণ কর্মসূচি জোড়দারকরণের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা যেতে পারে।	(ক) আগামী ০৪ - ২৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে তাঁর অফিস কক্ষকে কন্ট্রোল রুম ঘোষণা করা হলো। তাঁর দাপ্তরিক টেলিফোন/ মোবাইল ফোন/ হোয়াটসএ্যাপ নম্বর যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হবে। (খ) এ কমিটি এ দপ্তরের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১) জনাব মোঃ এরশাদ শেখ সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা; ২) জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ৩) জনাব মোহাম্মদ দুলাল হোসেন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
৭)	**টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সমন্বয় ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ** কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মস্থল ত্যাগে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। প্রয়োজন মাফিক জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে।	ক) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত চট্টগ্রাম 'জেলা টাস্কফোর্স কমিটি'র পক্ষ থেকে গৃহীত কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় করে চট্টগ্রাম মহানগরী ও তৎসংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর তার নিজস্ব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। খ) কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১) জনাব মোঃ ফারুকুল ইসলাম উপপরিচালক; ২) জনাব মোঃ মশিউর রহমান সহকারী পরিচালক।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের সাফল্য কামনা করে ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

১০/১০/২০২৫

(মোঃ আবদুস ছাত্তার)
পরিচালক
ফোন: ০২-৩৩৩৩২১৭৩১

আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
সরকারি কার্যভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
www.marine.fisheries.gov.bd

নং ৩৩.০২.০০০০.২০২.২২.০০১.১৪-১০৭১(১৫০)

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২) পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/বরিশাল বিভাগ, বরিশাল/ খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৩) উপপরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেণী/লক্ষ্মীপুর/নোয়াখালী/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা/ঝালকাঠি/ পিরোজপুর/ খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।
৫) সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৬) সহকারী পরিচালক-১/২, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৭) সহকারী পরিচালক, মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
৮) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা .....
৯) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা .....
১০) সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা/পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১১) জনাব ..... পরিদর্শক (সকল), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১২) প্রেসিডেন্ট/মহাসচিব, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড, স্যুট নং ১৩/এ (১৪ তলা), ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, হোয়াইট ফিশ ট্রলার ওনার্স এসোসিয়েশন, মাহমুদ ভিলা, ৭নং অভয়মিত্র ঘাট, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম।
১৪) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গভীর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী বেহন্দিজাল সমবায় সমিতি লি:, ৩০৬, ফিশারিঘাট, ইকবাল রোড পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
১৫) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারি বোট মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট (২য় তলা) পুরাতন ফিশারিঘাট, ইকবাল রোড, থানা: কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম - ৪০০০।
১৬) সভাপতি/মহাসচিব, কক্সবাজার জেলার ফিশিং বোট ওনার্স এসোসিয়েশন, বিমানবন্দর সড়ক, নতুন বাহারছড়া, কক্সবাজার।
১৭) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। (অত্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮) জনাব .....
১৯) সংশ্লিষ্ট নথি।

৩০/৯/২০২৫

(মোঃ আবদুস ছাত্তার)
পরিচালক
ফোন: ০২-৩৩৩৩২১৭৩১